রোগী পর্যবেক্ষণ

ডাঃ এ. আলী

আব্দুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা নং
(Abies-Nigra) এবিয়েস-নাইগ্রা	৭১৩
(Abrotanum) এব্রোটেনাম	৪৩৪, ৪৯৪
(Absinthium) এবসিন্থিয়াম	৪৩৩
(Acalypha-Indica) একালিফা-ইণ্ডিকা	৩৬০, ৫৪৩
(Acid-Benzoic) এসিড-বেঞ্জয়িক	৪৯২
(Aconitum-Napellus) একোনাইটাম-নেপেলাস	৪৫৫, ৬৯৪, ৭১৪, ৭২০
(Actea-Racemosa or Cimicifuga) একটিয়া-রেসিমোসা বা সিমিসিফুগা	১৪
(Actaea-Spicata) একটিয়া-স্পাইকেটা	৭২০
(Aethusa-Cynapium) ইথুজা-সিন্যাপিয়াম	৪৫৮, ৬৯৪
(Agaricus-Emeticus) এগারিকাস-এমিটিকাস	২০
(Agaricus-Muscarius) এগারিকাস-মাস্কেরিয়াস	১৮, ২১৮, ৩৬৫
(Agnus-Castus) এগনাস-ক্যাস্টাস	৭১৭
(Agraphis-Nutans) এগ্র্যাফিস-নিউটেনস	৭২১
(Aletris-Farinosa) এলেট্রিস-ফেরিনোসা	৩৬৫
(Allium-Cepa) এলিয়াম-সেপা	৫৪৪, ৭২১
(Aloe-Socotrina) এলো-সকোট্রিনা	৪৬২
(Alumen) এলুমেন	২৩
(Alumina) এলুমিনা	২৯
(Ambragrisea) এম্ব্রাগ্রিসিয়া	৩৩, ৫৪৪
(Ammon-Carb) এমোন-কার্ব	৩৬, ৫৮৬
(Ammon-Mur) এমোন-মিউর	৩৯
(Ammoniacum-Gummi) এমোনিয়াকম-গামাই	৭২৪
(Ammonium-Aceticum) এমোনিয়াম-এসিটিকাম	৭২৩
(Amphisbaena) এম্ফিসবিনা	৭২৪
(Amygdalae-Amarae) এমিগডেলি-এমেরি	৪৬৪
(Amylenum-Nitritosum) এমিলেনাম-নাইট্রোসাম	৭২৪
(Anagallis) এনাগেলিস	৭২৫
(Anisum-Stellatum) এনিসাম-ষ্টেলেটাম	৭২৭
(Anthraxinum) এ্যানথ্রাক্সিনাম	৭২৭
(Antim-Crud) এন্টিম-ক্রুড	৪৬৫, ৪৬৬, ৭১০, ৭২৮
(Antim-Tart) এন্টিম-টার্ট	৪৬৬, ৪৭৪, ৫৮৭, ৯১৪

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা নং
(Apis-Mel) এপিস-মেল	৪৩, ৩১৮, ৪৬৬, ৫৮৭
(Apocynum-Cannabinum) এ্যাপোসাইনাম-ক্যান্যাবিনাম	৭৩৪
(Aralia-Racemosa) এরালিয়া-রেসিমোসা	৫৮৭, ৭৩৭
(Argentum-Met) আর্জেন্টাম-মেট	৪৭
(Argentum-Nitricum) আর্জেন্টাম-নাইট্রিকাম	৪৭৯, ৫৮৭
(Arnica-Montana) আর্ণিকা-মন্টেনা	৩২৪, ৪৯৫, ৭৩৮
(Arsenicum-Album) আর্সেনিকাম-এল্বাম	৪৬৭, ৫৮৮, ৭৪৬
(Artemesia-Vulgaris) আর্টিমেসিয়া-ভালগেরিস	৩৮৭, ৬৯৫
(Aurum-Met) অরাম-মেট	৪৯৪, ৫৮৮, ৭৫০
(Aurum-Mur) অরাম-মিউর	৭৫০
(Arum-Muriaticum-natronatum) অরাম-মিউরিয়েটিকাম-নেট্রনেটাম	৩১৮
(Arum-Triphyllum) এরাম-ট্রিফাইলাম	৪৮৫
(Asafoetida) এসাফিটিডা	৫০
(Asterias-Rubens) অ্যাষ্টিরিয়াস-রিউবেন্স	২৮৫
(Baptisia-Tinctoria) ব্যাপ্টিসিয়া-টিংকটোরিয়া	৪৬৭, ৪৮৬
(Baryta-Carbonica) ব্যারাইটা কার্বনিকা	৪৮৯
(Baryta-Muriatica) ব্যারাইটা-মিউরিয়েটিকা	৪৯২
(Bellis-Perennis) বেলিস-পেরেনিস	৫৩, ৩৬৫
(Belladonna) বেলেডোনা	৪৬৭, ৬৯৫
(Berberis) বার্বারিস	২৫৫, ৭৫৫
(Bismuthum-Sub-Nitricum) বিসমাথ-সাব-নাইট্রিকাম	৭৬২
(Borax) বোরাক্স	৫০১
(Bovista) বোভিষ্টা	৫৪
(Bromium) ব্রোমিয়াম	৩২৫, ৫০৫, ৫৪৪
(Bryonia) ব্রাইওনিয়া	৪০, ৬২, ১০৩, ৪৬৭, ৫৪৫, ৫৮৮
(Bufo-Rana) বিউফো-রানা	৩২৫, ৭৬২
(Cactus) ক্যাক্টাস	৪৯৮
(Cadmium-Sulphuratum) ক্যাডমিয়াম-সালফ	৮৯
(Caladium-Saguinum) ক্যালেডিয়াম-স্যাগুইনাম	৬৬, ৭৬৬
(Calcarea-Carb) ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব	৭০, ২১৯, ২৫৬, ৩১৭, ৫০৬, ৫৮৯, ৬৯৫, ৭১১
(Calcarea-Fluor) ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর	৩১৭, ৭৬৭

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা নং
(Calcarea-Phos) ক্যাল্কেরিয়া-ফস	৮০, ৩১৮
(Calcarea-Sulph) ক্যাল্কেরিয়া-সালফ	৩১৯
(Calendula) ক্যালেণ্ডুলা	৭৬৯
(Cannabis-Indica) ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা	৭৭২
(Cannabis-Sativa) ক্যানাবিস-স্যাটাইভা	৭৭৩
(Cantharis) ক্যান্থারিস	৭৭০
(Capsicum) ক্যাপ্সিকাম	৭৭৬
(Carbo-Animalis) কার্বো-এনিমেলিস	৯০
(Carbonium-Oxygen) কার্বোনিয়াম-অক্সিজেন	৫১১
(Carbo-Vegetabilis) কার্বো-ভেজিটেবিলিস	১০৩, ৩২৫, ৫১১, ৫৪৫, ৫৮৯
(Carduus-Marianus) কার্ডুয়াস-মেরিয়েনাস	৭৭৮
(Castenea-Vesca) ক্যাষ্টেনিয়া-ভেস্কা	৫১৪, ৫৪৫
(Castor-Equi) ক্যাষ্টর ইকিউই	২৮৬
(Caulophyllum) কলোফাইলাম	৯৫
(Causticum) কষ্টিকাম	৫১৫, ৭৮০
(Ceanothus-Americanus) সিয়ানোথাস-অ্যামেরিকানাস	৯৬
(Cenchris-Contortrix) সেংক্রিস-কন্টরট্রিক্স	৯৮
(Cereus-Bonplandi) সিরিয়াস-বনপ্লাণ্ডিয়াই	৭৮৪
(Cerium-Oxalicum) সিরিয়াম-অক্সালিকাম	৯৭
(Chamomilla-Matricaria) ক্যামোমিলা-মেট্রিকেরিয়া	২১৯, ৩৩০, ৪৬৮, ৫২১, ৬৯৬
(Chelidonium) চেলিডোনিয়াম	২৫৪, ৭৮৫
(Chenopodium-Anthelminticum) চিনাপোডিয়াম-এন্থেলমিণ্টিকাম	৭৯৪
(China) চায়না	২৫৪, ৩২৫
(Chimaphila-Umbellata) চিমাফিলা-এ্যাম্বেলিটা	৭৯৩
(Chionanthus-Virginica) চিয়োন্যান্থাস-ভার্জিনিকা	৭৯৫
(Chlorum) ক্লোরাম	৭৯৫
(Cicuta) সিকুটা	৬৯৬
(Cina) সিনা	৪৬৭, ৫৪৫, ৬৯৭
(Cinnamonum) সিন্যামোনাম	৩২৬
(Cistus-Canadensis) সিষ্টাস-ক্যানাডেন্সিস	৫২৭
(Clematis) ক্লিমেটিস	৭৯৬

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা নং
(Cobaltum) কোবাল্টাম	৭৯৯
(Cocculus-Indica) ককুলাস-ইণ্ডিকা	১০০
(Coccus-Cacti) কক্কাস-ক্যাক্টাই	৫৩০, ৫৪৬
(Coffea-Cruda) কফিয়া-ক্রুডা	১১২
(Colchicum) কলচিকাম	১১৫, ৪৯৬
(Colocynth) কলোসিন্থ	৪০, ৫৩২
(Colostrum) কলোষ্ট্রাম	৬৬০
(Conium) কোনিয়াম	১, ৩১৯, ৩৬৫, ৫৪৬
(Copaiva) কোপাইভা	৭৯৯
(Corallium) কোরালিয়াম	৫৪৬
(Crocus-Sativus) ক্রোকাস স্যাটাইভাস	১২৩, ৩২৬
(Crotalus-Horridas) ক্রোটেলাস-হরিডাস	৩২৬, ৫৩৯
(Croton-Tiglium) ক্রোটন-টিগলিয়াম	৫৩৭, ৫৪৬, ৬৫৯
(Cubeba) কিউবেবা	৮০১
(Curare) কিউরেরি	২১৯
(Cuphea-Viscosisima) কুফিয়া-ভিস্কোসিশিমা	৫৪২
(Cuprum-Metallicum) কুপ্রাম-মেটালিকাম	৫৪০, ৫৪৭, ৬৯৮
(Cyclamen) সাইক্লামেন	১২৭
(Cypripedium-Pubescens) সাইপ্রিপিডিয়াম-পিউবেসেন্স	৭০১
(Damiana) ড্যামিয়ানা	৮০১
(Dioscorea-Villosa) ডায়োস্কোরিয়া-ভিলোসা	৪০, ৮০১
(Diphtherinum) ডিপথেরিনাম	৫৪৩
(Dolichos) ডলিকস্	৫৫৭
(Drosera) ড্রসেরা	৫৫৭
(Dulcamara) ডালকামারা	১৩০, ৪৬৮, ৮০৪
(Echinacea) ইচিনেসিয়া	১৩৪, ৮১৩
(Elaps) ইলান্স	৩২৬
(Elaterium) ইলাটেরিয়াম	৫৫৩, ৬৫৯
(Equisetum-Hyemale) ইকুইসেটাম	৮১৪
(Erigion) ইরিজিয়ন	৩২৭
(Eupatorium-Perf) ইউপেটোরিয়াম-পার্প	৪৬৮, ৮১৫

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা নং
(Euphorbium-Officinarum) ইউফর্বিয়াম-অফিসিনেরাম	৫৫২
(Euphrasia-Officinalis) ইউফ্রেসিয়া-অফিসিন্যালিস	৫৫৩
(Eupionum) ইউপিয়োনাম	৪০০
(Fagus-Sylvatica) ফেগাস-সিলভ্যাটিকা	৮১৭
(Ferrum-Metallicum) ফেরাম-মেটালিকাম	১৩৪, ৩২৭, ৫৫৮
(Ferrum-Phosphoricum) ফেরাম-ফসফরিকাম	৫৫৯
(Filix-Mas) ফিলিক্স-মাস	৫৫৯
(Fluoric-Acid) ফ্লুয়োরিক-এসিড	২২০, ৮১৭
(Fucus-Vesiculosus) ফিউকাস-ভেসিকিউলোসাস	৫৬০
(Gambogia) গ্যাম্বোজিয়া	৫৬০
(Gelsemium) জেলসিমিয়াম	৪৬৮, ৫৬২, ৮২৩
(Glonoinum) গ্লোনইনাম	৮২৬
(Gnaphalium) নেফেলিয়াম	৪১
(Gossypium) গসিপিয়াম	১৩৭
(Granatum) গ্রানেটাম	৫৬৬
(Graphites) গ্রাফাইটিস	১৩৮
(Grateola) গ্রাটিওলা	৬৬০
(Grindelia) গ্রিণ্ডেলিয়া	৫৭০, ৮৩১
(Guaiacum) গুয়েকাম	৮৩১
(Hamamelis-Virginica) হ্যামামেলিস	১৪১, ৩২৭
(Hecla-Lava) হেকলা-লাভা	৮৩২
(Hedeoma-Pulegioides) হিডিয়োমা	৩৬৬
(Helleborus-Niger) হেলিবোরাস-নাইজার	৪৬৮, ৫৬৬
(Helonias) হেলোনিয়াস	৩৩০, ৩৬৬
(Hepar-Sulph) হিপার-সালফ	৪৬৯, ৫৭০, ৮৩৪
(Hippozaenium) হিপ্পোজিনিয়াম	৮৪০, ৯১৪
(Hyoscyamus) হায়াসিয়েমাস	৪১৩, ৫৪৭, ৬৯৮
(Hypericum) হাইপেরিকাম	৫৬৮
(Iberis) আইবেরিস	৮৪২
(Ictodes-Foetida) ইক্টোডিস-ফিটিডা	৮৪২
(Ignatia-Amara) ইগ্নেশিয়া	১৪৫, ৬৯৮

ঔষধের নাম পৃষ্ঠা নং
(Indigo) ইণ্ডিগো ৫৪৭, ৫৭৩
(Indium) ইণ্ডিয়াম ৮৪৩
(Iodine) আয়োডিন ১০৩, ১৫৯, ৫৭৩, ৫৯০
(Ipecacuanha) ইপিকাকুয়ান্হা ৪৬৯, ৫৪৭, ৫৭৭
(Iris-Vers) আইরিস-ভার্স ৮৪৯
(Jatropha) জ্যাট্রোফা ৬৬০
(Juniperus-Virginiana) জুনিপেরাস-ভার্জিনিয়েনা ৮৫১
(Kali-Ars) কেলি-আর্স ১৬৬
(Kali-Bich) কেলি-বাই ৪০, ৪৯৬, ৯১৫
(Kali-Brom) কেলি-ব্রোম ৩২৭
(Kali-Carbonicum) কেলি-কার্বনিকাম ৪০, ৩১৯, ৪৬৯, ৫৯০, ৫৯৩
(Kali-Cyanatum) কেলি-সায়েনেটাম ৮৫১
(Kali-Iodatum) কেলি-আয়োডেটাম ৪০, ১৬৯, ৩২০, ৪৭০, ৫৯১, ৫৯৫
(Kali-Sulphuricum) কেলি-সালফিউরিকাম ১৭১, ৪৭০, ৪৯৮, ৫৯১
(Kalmia) ক্যালমিয়া ১৭৬
(Kreosotum) ক্রিয়োজোটাম ১০৪, ১৭৯, ৩২৭, ৬০১, ৬৯৮
(Lac-Can) ল্যাক-ক্যান ৪০, ৪৯৮
(Lac-Vaccinum-Defloratum) ল্যাক-ভ্যাক্সিনাম-ডিফ্লোরেটাম ১৮৬
(Lachesis) ল্যাকেসিস ৪১, ১০৪, ১৮৯, ৩২০, ৮৪৩
(Lathyrus-Sativus) ল্যাথাইরাস-স্যাটাইভাস ৮৪৬
(Ledum-Pal) লিডাম-পাল ৪১, ৩২০, ৪৯৮, ৬১০
(Lemna-Minor) লেম্না-মাইনর ৮৪৭
(Leptandra) লেপ্টাণ্ড্রা ৮৪৭
(Lilium-Tig) লিলিয়াম-টিগ ২৭, ৩২০, ৩৬৭
(Lycopersicum) লাইকোপার্সিকাম ৮৪৮
(Lyssin) লাইসিন ৪১৪, ৬৯৫
(Lycopodium) লাইকোপডিয়াম ৪১, ১৯৭, ২৫৪, ৩২২, ৪৭১, ৫৯১, ৬১৪, ৮৫১, ৯১৫
(Magnesia-Carbonicum) ম্যাগ্নেশিয়া-কার্ব ২২০, ৬৬০
(Magnesia-Muriatica) ম্যাগ্নেশিয়া-মিউরিয়্যাটিকা ২০৬, ২৫৪
(Malandrinum) ম্যালেনড্রিনাম ৬২৪

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা নং
(Medorrhinum) মেডোরিনাম	২১৩, ৪৭১, ৫৪৮, ৫৯২
(Mentha-Piperita) মেস্থা-পাইপারিটা	৬২৪
(Mephitis-Putorius) মেফাইটিস-পিউটোরিয়াস	৫৪৮, ৬২৫
(Mercurius-Cor) মার্কিউরিয়াস-কর	৩২২
(Mercurius-Cyanatus) মার্কিউরিয়াস-সায়ানেটাস	৮৪৮
(Mercurius) মার্কিউরিয়াস	৬৯৯, ৮৫২
(Merc-Sulph) মার্ক-সালফ	৩২৮, ৮৫৫
(Moschus) মস্কাস	৪১৬
(Muriatic-Acid) মিউরিয়েটিক-এসিড	৮৫৬
(Murex) মিউরেক্স	৩৬৬
(Mygale-Lasidora) মাইগেল-লেসিডোরা	৭৫৪
(Myrtus-Communis) মার্টাস-কমিউনিস	৭৫৪
(Naja-Tripudium) ন্যাজা-ট্রাইপিউডিয়াম	৬২৩
(Naphthalinum) ন্যাপথালিনাম	৬২৫
(Natrum-Carbonicum) নেট্রাম-কার্ব	২২৪, ৬৫৮, ৭০৯
(Natrum-Hypochlorosum) নেট্রাম-হাইপোক্লোরোসাম	৩৬৭
(Natrum-Muriaticum) নেট্রাম-মিউর	২৩৩, ২৫৩, ৪৭১, ৬২৫, ৬৫৮
(Natrum-Phosphoricum) নেট্রাম-ফসফরিকাম	৮৬০
(Natrum-Sulphuricum) নেট্রাম-সালফ	২৫৬, ২৫৭,৪৭১, ৫৯২
(Niccolum-Metallicum) নিকোলাম	৫৪৮, ৬৪৪
(Nitric-Acid) নাইট্রিক-এসিড	৩২৮
(Nuphar-Luteum) নুফার-লুটিয়াম	৮৬৬
(Nux-Moschata) নাক্স-মস্কেটা	২৬৯
(Nux-Vomica) নাক্স-ভমিকা	২৬৩, ৩২৮, ৪৭১
(Ocimum-Canum) ওসিমাম-ক্যানাম	৮৬৬
(Oleander-Nerium) ওলিয়েণ্ডার-নেরিয়াম	৬৪৪
(Opium) ওপিয়াম	৪৭২, ৬৪৬, ৮৬৮
(Onsmodium) অন্সমোডিয়াম	৮৬৬
(Origanum-Vulgare) অরিগেনাম	৮৭৭
(Oriodaphne) অরিওড্যাফনি	৮৭৭
(Ovi-Gallinae-Pellicula) ওভাই-গেলিনি-পেলিকিউলা	৮৭৮

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা নং
(Oxalic-Acid) অক্সালিক-এসিড	৮৭৮
(Oxidendron) অক্সিডেনড্রন	৮৮২
(Pareira-Brava) প্যারাইরা-ব্রাভা	৮৮৩
(Pertussinum) পার্টুসীন	৫৪৮
(Petroleum) পেট্রলিয়াম	২২১, ৮৮৫
(Phosphorus) ফসফরাস	২৭৬, ৩১৮, ৪১৬, ৪৭২, ৬৫৯
(Phosphoric-Acid) ফসফরিক-এসিড	৬৫৩, ৭০৯, ৮৮৮
(Phytolacca-Decandra) ফাইটোলাক্কা	৪১, ২৮২, ৬৫৩
(Picric-Acid) পিক্রিক-এসিড	৮৯১
(Platinum) প্লাটিনাম	২৭, ৩২৯, ৪১৬
(Podophyllum-Peltatum) পডোফাইলাম-পেল্টেটাম	৬৫৬
(Prunus-Spinosa) প্রুনাস-স্পাইনোসা	৮৯৩
(Psorinum) সোরিনাম	২৯১, ৪৭৩, ৬৬২
(Ptelia-Trifoliata) টিলিয়া-ট্রিফিলিয়েটা	৩২২
(Pulsatilla-Nigricans) পাল্‌সেটিলা	২২২, ২৫৬, ২৯৭, ৪৭২, ৬৬৫, ৮৯৪
(Pyrogenium) পাইরোজেন	৩০৫, ৪৭২
(Ranunculus-Sceleratus) র‍্যানানকুলাস-স্কিলিরেটাস	৯০২
(Rheum) রিউম	৬৭১
(Rhododendron) রডোডেনড্রন	৯০২
(Rhus-Venenata) রাস-ভেনেনেটা	৬৭৩
(Rhus-Tox) রাস-টক্স	৪৭৩, ৫৪৯
(Rumex) রিউমেক্স	৫৪৯
(Ruta) রুটা	৪১
(Sabadilla) স্যাবাডিলা	৩১২
(Sabina) স্যাবাইনা	৩১৪
(Sabal-Serrulata) স্যাবাল-সেরুলেটা	৯০৩
(Sambucus) স্যাম্বুকাস	৬৭৩
(Sanguinaria) স্যাঙ্গুইনেরিয়া	২২০, ৯০৩
(Sanicula) স্যানিকিউলা	২২১, ৩৪৪, ৬৭৫, ৭১০
(Sarsaparilla) সার্সাপ্যারিলা	৯০৭
(Scilla-Maritima) স্কিলা-ম্যারিটিমা	৬৯০

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা নং
(Secale-Cornutum) সিকেলি-কর	৩৫১, ৪১৭
(Selenium) সেলিনিয়াম	৯১২
(Senecio) সেনিসিও	৩৫৮
(Senega) সেনেগা	৫৫০, ৯১৩, ৯১৫
(Sepia) সিপিয়া	১০৪, ৩৬০, ৩৬৭
(Silicea) সাইলিসিয়া	৩২২, ৩৭০, ৪৭৩, ৬৭৯, ৭১১
(Skookum-Chuck) স্কুকুম-চাক	৭০১
(Solanum-Tuberosum) সোলেনাম-টিউবারোসাম-ইগ্রোটেন্স	৭০২
(Spongia) স্পঞ্জিয়া	৩৭৭, ৫৫১, ৬৮৭
(Squilla-His) স্কুইলা-হিস	৫৫২
(Stannum-Iodatum) ষ্ট্যানাম-আয়োডেটাম	৩৮৩, ৬৯৯, ৭০২
(Stannum-Metallicum) ষ্ট্যানাম-মেটালিকাম	৩৮০
(Staphysagria) ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া	৯১৭
(Stellaria-Media) ষ্টিলেরিয়া-মেডিয়া	৪৯৯
(Sticta) ষ্টিকটা	৫৫২
(Stramonium) ষ্ট্র্যামোনিয়াম	৪১০, ৬৯২
(Strychninum) ষ্ট্রিকনিনাম	৩৮৬, ৯২২
(Sulphur) সালফার	২২১, ২৫৫, ৩৮৭, ৪৭৩, ৬৫৯
(Sulphuric-Acid) সালফিউরিক-এসিড	৩৩০
(Sulphur-Iodatum) সালফার-আয়োডেটাম	৭০২
(Symphoricarpus) সিম্ফোরিকার্পাস	১২২
(Syphilinum) সিফিলিনাম	৩৯৭
(Symphytum) সিম্ফাইটাম	৯২২
(Tarentula-Hispania) ট্যারেন্টুলা	৪০৯, ৯২৩
(Terebinthina) টেরিবিন্থিনা	৯২৫
(Tellurium) টেলুরিয়াম	৯২৭
(Teucrium-Marum-Verum) টিউক্রিয়াম-মেরাম-ভেরাম	৭০৩
(Theridion) থেরিডিয়ন	৩২৩, ৯২৬
(Thuja) থুজা	৩২৯, ৪০০, ৪৭৪, ৫৫২
(Triticum-Repens) ট্রিটিকাম-রিপেন্স	৯৩২
(Trombidium) ট্রম্বিডিয়াম	৭০৭

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা নং
(Tuberculinum) টিউবারকুলিনাম	৩২৯, ৪৭৩, ৪৯৯, ৯৩৩
(Tussilago-Petasites) টুসিলেগো-পেটাসাইটিস	৯৪৯
(Uranium-Nitricum) ইউরেনিয়াম-নাইট্রিকাম	৮১৭
(Ustilago-Maydis) আষ্টিলেগো-মেডিস	৩২৩
(Uva-Ursi) ইউভা-উর্সি	৯৪৯
(Vaccinninum) ভ্যাক্সিনিনাম	৯৪৯
(Valeriana) ভেলেরিয়ানা	৪১, ৭০৭
(Veratrum-Alb) ভেরেট্রাম-এল্ব	৪০৭
(Vinca-Minor) ভিনকা-মাইনর	৩২৯, ৭১৩
(Vipera) ভাইপেরা	৯৫১
(Xanthoxylum) জ্যান্থক্সাইলাম	৩৩১
(Zigia-Aurea) জিজিয়া-অরিয়া	৯৫৩
(Zincum-Met) জিঙ্কাম-মেট	৪১৭, ৪৭৪
(Zingiber-Officinalies) জিঞ্জিবার	৯৫২

পরিশিষ্ট :	পৃষ্ঠা নং
পিত্তপাথরী	২৫৩
ফাইব্রয়েড টিউমার জনিত জরায়ুর রক্তস্রাব	৩১৬
জরায়ুর শিথিলতা	৩৬৪
শিশু চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি	৪২১
রাক্ষুসে ক্ষুধার সাথে শীর্ণতা	৪৪০
কাশি	৫৪৩
ব্রঙ্কিয়াল এ্যাজমা	৫৮৩
মূত্রপাথরী	৭৫৮
উদরাময়	৮২৩
মেটিরিয়া মেডিকা অনুশীলনে ও ঔষধ প্রেসক্রিপশনে রেপার্টরির উপযোগিতা	৯৫৩

কোনিয়াম
Conium
কারণভিত্তিক; শীতকাতর

যদিও আমার রোগী পর্যবেক্ষণ বইয়ে পূর্বের মতো এবারও বিভিন্ন বয়স, দৈহিক অবয়ব, মুখভঙ্গিমা, লিঙ্গভুক্ত ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীর প্রতি ঔষধগুলি আলোচিত হয়েছে; তথাপি হোমিওপ্যাথির দৃষ্টিতে কোনো ঔষধ কোনো লিঙ্গভুক্ত, দৈহিক অবয়ব, মুখভঙ্গিমা, রোগ বা কোনো বয়ঃসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি ঔষধ কেবল আপন-আপন লক্ষণ সমষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই ইথুজা ও ম্যাগ কার্ব শিশুদের, এসিড ফস্ ও সেলিনিয়াম যুবকদের, সিমিসিফুগা ও কলোফাইলাম যুবতীদের, লাইকো ও এমোন-কার্ব বৃদ্ধদের, ল্যাকে ও লিলিয়াম-টিগ বৃদ্ধাদের কিংবা পালস্ মেয়েদের, লাইকো পুরুষদের অথবা থুজা ও গ্রাফাইটিস মোটাদের এবং এন্টিম-টার্ট ও ফসফরাসকে চিকনদের ঔষধ হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি না। সেই সাথে একোনাইট-ন্যাপ ও ভিরেট্রাম-এল্ব কলেরার ঔষধ, ষ্ট্র্যামোনিয়াম ও হাইয়োসিয়েমাস উন্মাদের ঔষধ ইত্যাদি ধরনের কোন বিশেষ রোগের নামে বাঁধা-ধরা কোন স্পেসিফিক ঔষধও আমাদের মেটেরিয়া মেডিকায় নেই।

বরং সংস্কারমুক্ত মনে দেখবো- যে কোনো দেহে ও মুখভঙ্গিমায়, যে কোনো বয়সের, যে কোনো লিঙ্গভুক্ত লোক, যে কোনো নামের, যে কোনো রোগে আক্রান্ত হোক না কেন তার উপরে কোন্ ঔষধের প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে তা জানাই হবে আমাদের ধর্ম ও কাম্য।

তাই "রোগী পর্যবেক্ষণে" যে বয়সে, দৈহিক অবয়বে, মুখভঙ্গিমায়, লিঙ্গে, রোগে বিভিন্ন রোগীকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগীচিত্রের আলোকে যে ঔষধগুলি আলোচিত হয়েছে তা কেবল ঔষধের ঔষধচিত্রের নিখুঁত অবস্থা অঙ্কনের জন্য। সে কারণে প্রতিটি রোগীচিত্র এক একটি সম্পূর্ণ ঔষধচিত্র নয়। তাই প্রতিটি ঔষধ আয়ত্ত্ব করার জন্য অধ্যয়নকালে প্রতিটি রোগীর্চিত্রের মধ্যে আলোচিত লক্ষণগুলির সাথে ঐ ঔষধের অবশিষ্ট লক্ষণগুলির সমন্বয় ঘটিয়ে এক একটি পূর্ণাঙ্গ ঔষধচিত্র অঙ্কন করতে হবে। প্রতিটি ঔষধের একটি লক্ষণের পরিবর্তে বিভিন্ন লক্ষণের উপরে লক্ষ্য করে বিভিন্ন কৃত্রিম রোগীচিত্র সৃষ্টি করে প্রতিটি ঔষধকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। তাহলেই সার্থক হবে রোগীর পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার জন্য সঠিকভাবে রোগী পর্যবেক্ষণ করা, পূর্ণাঙ্গভাবে ঔষধচিত্র অঙ্কন করা এবং মেটেরিয়া মেডিকা নিখুঁতভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত্ব করা।

এবার আপনাদেরকে হিদলীর মায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। এরপূর্বে আপনাদের সাথে নিশ্চয়ই হিদলীর মায়ের পরিচয় ঘটেনি। তাই ওর সাথে আপনাদের পরিচয় যেভাবে ঘটে তার বন্দোবস্ত করছি।

বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। বলিষ্ঠ দেহ কিন্তু দারুণ অবসন্ন। বসার সময় স্পষ্টই পরিলক্ষিত হচ্ছিলো তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেন কাঁপছে। এ চিকিৎসালয়ে আসার জন্য সামান্য পরিশ্রমে সে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছে। তার মুখমণ্ডলে ঔদাসিন্য ও বিরক্তির ছাপ। আরো দেখতে পেলেন মেয়েটি বিধবা। কারণ তার পরিধেয় আবরণ ও আভরণে বৈধব্যের ছাপ। মার কি কষ্ট জানতে চাওয়ায় সে অনেক কষ্টকর উপসর্গের কথা আপনাকে শোনালো।

তার মধ্যে পেলেন- অনেকদিন যাবৎ সে মাথা ঘোরায় কষ্ট পাচ্ছে।

বিধবার মাথাঘোরা। এ কথা শুনলে নিশ্চয়ই আপনার মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে সে কোন বয়সে বিধবা হয়েছে।

তাই প্রশ্ন করলেন- আচ্ছা মা, কতো বয়সে তুমি বিধবা হয়েছো ?

উত্তরে সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো- আমি অতি অল্প বয়সে বিধবা হয়েছি। নিশ্চয়ই এ উত্তরে আপনি জানতে সচেষ্ট হবেন- মাথাঘোরা বিধবা হবার পূর্বে না পরে ?

তাই প্রশ্ন করলেন- সধবা অবস্থায় না বিধবা অবস্থায় তোমার মাথাঘোরা দেখা দিয়েছে ?

উত্তরে সে বললো- বিধবা হবার ৩/৪ বছর পরে আমার মাথাঘোরা দেখা দিয়েছে।

অল্প বয়সে বিধবা। অবসন্নতার সাথে কম্পন, অল্প পরিশ্রমে অধিক ক্লান্তি এবং বিধবা হবার কয়েক বছর পর মাথাঘোরা। লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে নিশ্চয়ই সীমিত কয়েকটি ঔষধের কথা আপনার মনে পড়বে এবং ঔষধগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই সাঁঝের আকাশে প্রস্ফুটিত তারকা রাজির মধ্যে সন্ধ্যা তারার মতো কোনিয়াম আপনার চোখে ধরা পড়বে।

কিন্তু বন্ধু এত তাড়াতাড়ি কোনিয়াম সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হোমিও ন্যায়নীতি বহির্ভূত। কারণ পৃথিবীতে এমন নর-নারী অত্যন্ত বিরল যারা বিধবা বা বিপত্নীক হওয়া সত্ত্বেও যৌনক্ষুধা অস্বাভাবিক বা বিকৃত উপায়ে পরিতৃপ্ত করে না। তাই স্বল্প বয়সে স্ত্রী কিংবা স্বামী হারালে অথবা স্বল্প বয়সে বিধবা বা বিপত্নীক হলে কিংবা অধিক বয়সে বিয়ে করলেই কোনিয়ামের কথা চিন্তা করতে পারেন না। কারণ ঔষধটি প্রয়োগ করার পূর্বে আমাদের পেতে হবে অবরুদ্ধ সঙ্গম ইচ্ছার কুফল।

তাই যতক্ষণ না বুঝতে পারি যে রোগী তার দুর্বার কাম-চেতনাকে ধর্মীয় অনুশাসনে, সমাজের ভয়ে ও বিবেকের কষাঘাতে দমন করার ফলে তার শরীরের এ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, ততক্ষণ কোনিয়াম সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি না।

এজন্য জিজ্ঞেস করলেন- আচ্ছা মা, তুমি যার জন্য সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়েছো সে তোমাকে স্মরণ করে কেমন ?

উত্তরে সে কাতর কণ্ঠে বললো- তিনি আমায় ভোলেননি। প্রায়ই তাকে স্বপ্নে দেখি। তাইতো নিজের জীবনকে তার জন্য উৎসর্গ করেছি।

এ কথা বলতে বলতে রোগিণীর মুখ বিষণ্ন থেকে বিষণ্নতর হয়ে উঠলো। চোখ থেকে দু'চার ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো।

যারা উপবাস বা রোজা করে তাদের ঘুমের মধ্যে উপাদেয় খাদ্যের স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক। তাই ক্ষুধার্তাবস্থায় নিদ্রাকালে উপাদেয় খাদ্যের স্বপ্নে ক্ষুন্নিবৃত্তির ইচ্ছা তিরোহিত হয় না বরং আরো বেগবতী হয়।

পতিপরায়না স্বল্পবয়সী বিধবা মেয়ের যৌনচেতনা স্বপ্নে স্বামী দর্শনে উপশমিত না হয়ে বরং আরো বলবতী হয়। কিন্তু স্বপ্নান্তে বিবেক, সমাজ ও ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে সে কাম চেতনাকে বারবার কষাঘাত করে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে স্বল্পবয়সী বিধবা কিংবা বিপত্নীকদিগের মাথা ঘোরায় আমরা কোনিয়ামের কথা চিন্তা করতে পারি।

তাই এ রোগিণীর ক্ষেত্রে কোনিয়ামকে মনোনীত করার জন্য প্রশ্ন করলেন- তোমার মাথা ঘোরার প্রকৃতি কেমন, কখন ও কিসে দেখা দেয়, বৃদ্ধি পায় ও উপশম বোধ করো ?

উত্তরে বললো- সমস্ত প্রকার নড়াচড়ায়, ঋতুর পূর্বে ও সময়ে, কোন বস্তু বা চলন্ত বস্তুর দিকে তাকালে, এমনকি চোখ খুললে আমার মাথাঘোরা দেখা দেয়। শয্যায় শু'লে মনে হয় বিছানা ও ঘর-বাড়ী ঘুরছে। সেই সাথে বমি ভাব দেখা দেয়। শু'লে ও সামনের দিকে ঝুঁকলে বাড়ে। বিশ্রাম করলে ও চোখ বুঁজলে উপশম।

মধ্য বয়সী ও দোহারা চেহারার বিধবা মহিলা। অবসন্নতার সাথে কম্পন ভাব। সামান্য পরিশ্রমে অধিক ক্লান্তিবোধ। অবরুদ্ধ সঙ্গম ইচ্ছার কুফল ও জরায়ুর বিকৃতি হেতু মাথা ঘোরা। সর্ব প্রকার নড়াচড়ায়, যে কোন বস্তুর দিকে তাকালে বা চোখ খুললেই মাথাঘোরা। শু'লে ও সামনের দিকে ঝুঁকলে বৃদ্ধি। বিশ্রামে ও চোখ বুঁজলে উপশম। মাথা ঘোরাসহ বিবমিষা এবং শয্যায় শু'লে মনে হয় যেন বিছানা ও ঘর-বাড়ী সব ঘুরছে।

লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে নিশ্চয় আপনি আপনার রোগিণীর জন্য কোনিয়াম প্রেসক্রিপশন করবেন।

এরপর আপনি প্রশ্ন করলেন- তোমার মাসিক হয় কেমন এবং মাসিকের পূর্বে, সময়ে ও পরে মনে এবং দেহে কোথায় কি ভাব পরিলক্ষিত হয় ?

উত্তরে বললো- ঋতুস্রাবের পূর্বে, সময়ে ও পরে আমার স্তন দু'টি ফুলে শক্ত হয়ে ব্যথা হয় (নেট্রা-মি, মার্ক, কোনি, ক্যাল্কে-ফস, ফাইটো)। ওই সময় বমি ভাবের সাথে বমি, জরায়ু ফুলে শক্ত হয় এবং সুঁচবিদ্ধবৎ ব্যথা দেখা দেয়। জরায়ু নীচের দিকে ঝুলে পড়ার মতো অনুভূতি অনুভব করি। ঋতুকালে আমার শরীরে রক্ত বর্ণের এক প্রকার উদ্ভেদ দেখা দেয়। স্রাব শেষে তা মিলিয়ে যায়। বিলম্বে অল্প ঋতু, অল্প সময় স্থায়ী হয়। ঋতু বন্ধের কয়েকদিন পরে সবিরাম গতিতে ক্ষতকর, রক্তাক্ত কিংবা দুগ্ধবৎ প্রদরস্রাব দেখা দেয়। ঠাণ্ডা পানিতে হাত ডুবালে বা স্তনে হাত দিলে স্রাব বন্ধ হয়ে যায়।

এর পর জরায়ুর অবস্থা জানার জন্য প্রশ্ন করলেন- ঋতুকষ্ট ছাড়া তুমি জরায়ু সংক্রান্ত আর কি কি কষ্টকর উপসর্গ ভোগ করছো ?

জানালো- আমার জরায়ু পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছে। সেই সাথে জরায়ুতে জ্বালাকর, হুলবিদ্ধবৎ ও ছিন্নকর যন্ত্রণা দেখা দিয়েছে। আর এই সংগে প্রায়ই জরায়ু হতে রস-রক্ত নির্গত হচ্ছে।

এবার আপনি প্রশ্ন করুন- তোমার পায়খানা প্রস্রাব হয় কেমন ?

উত্তরে সে বললো- আমার কোষ্ঠবদ্ধের ধাত। তাই গুটলে মল অতি কষ্টে কোঁথাতে কোঁথাতে বের হয়। পায়খানার সময় এতো কোঁথ দিতে হয় যার ফলে মনে হয় জরায়ু ও যোনীদেশ বের হয়ে পড়বে। অনেক সময় নিষ্ফল মল বেগ দেখা দেয়। মল ত্যাগ কালে মলদ্বারে উত্তাপ ও জ্বালাবোধ আর সেই সাথে মলদ্বার হতে শীতল বায়ু নিঃসরণ হয়। তাই সেসময় মলদ্বারে ঠাণ্ডা অনুভব করি। প্রস্রাব সহজে হয় না। অনেক কোঁথাকোথির পর ঝাঁকি দিয়ে সবিরাম গতিতে প্রস্রাব বের হয়।

এরপর আপনি জানতে চাইলেন- ঘাম হয় কেমন ? জানালো-ঘাম হয় খুব। কিন্তু সব সময় ঘাম দেখা দেয় না। কেবল ঘুমালে ও চোখ বুঁজলে ঘাম দেখা দেয়।

আপনি প্রশ্ন করলেন- তোমার সর্দি-কাশি হয় কেমন ? জানতে পারলেন, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। সামান্য ঠাণ্ডা লাগলে শরীরের গ্রন্থিগুলি ফুলে শক্ত হয়ে ব্যথা হয়। আর সেই সাথে সর্দি-কাশি দেখা দেয়। কাশির পূর্বে গলার মধ্যে সুড়সুড় করে। তাই শু'য়ে থাকতে পারে না, উঠে বসতে হয়। কাশি কেবলমাত্র রাতে শু'লে ও নোন্‌তা খাবার খেলে দেখা দেয় এবং বৃদ্ধি পায়। গর্ভাবস্থায় কাশি। (কষ্টি, কোনি, নাক্স-ভ) কাশি রাত্রে বৃদ্ধি পায় (কোনি, ভাইবা)

এবার আপনার রোগিণীকে কোনিয়াম প্রেসক্রিপশন করুন।

নিষিদ্ধ ঃ ঠাণ্ডা খাবার, দুধ ও মদ।